কাল্পনিক ভালোবাসা

“তুমি কি কথা বলবে না?…… চুপ করেই থাকবে?” উত্তরের অপেক্ষায় কিছুক্ষণ বিরতি নিলো কন্ঠটা। আবার কথা বলা শুরু করলো। “রূপা!! আজ হয়তো আমাদের শেষ দিন।” দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললো নিলয়।

-“আমি কখনো ভালো হতে চাই নি। বিশ্বাস করো!! তোমার ফোনকল হারানো আমার জন্য দুঃস্বপ্নের মত। কিন্তু আমার বাবা…… বাবা প্রতিদিন একটু একটু করে ভেঙে পড়ছে।” ঢোক গিলে ভাঙা গলায় আরেকবার বলে উঠলো নিলয় “শুধু আজকের রাতটা কি তোমার সাথে কথা বলে পার করে দিতে পারি না? আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কাল হতে তোমাকে উপেক্ষা করবো। তোমাকে কল্পনা ভাবা শুরু করবো।”

-“জানি নিলয়।” ওপাশ হতে বললো রূপা। কিন্তু কেনো যেনো আমার কষ্ট হচ্ছে না। কোনো অনুভুতি হচ্ছে না। হয়তো কারণ আমি নেহায়েৎ একজন কল্পনা… অস্তিত্ববিহীন ব্যাক্তি। রক্তমাংসে গড়া কোনো মানুষ নই।”

-“এবং কথাগুলো কি আমিই তোমাকে বলাচ্ছি?” কাপা কাপা কন্ঠে প্রশ্ন করলো নিলয়।

- “হয়তো!!!” “মুচকি হাসির শব্দ শোনা গেলো।

-“রূপা”

-“নামটাও তোমার দেয়া নিলয়। আমি কখনোই আমার নাম বলিনি।আমার কখনোই কোনো নাম ছিলো না।”

হঠাৎ করেই যেনো একটা ধাক্কা খেলো নিলয়। এমন একটা উত্তরের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। অপ্রস্তুত হয়ে পুরোনো সকল কথা মনে পড়লো।হতভম্ব হয়ে গেলো। নিজেকে সামলে নিলো সে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মনের মধ্যেই নিজেকে প্রশ্ন করলো “কি হচ্ছে এসব?”

-“যুদ্ধ!!”

-“যুদ্ধ??”

-“হ্যাঁ লেখক!! তোমার মস্তিষ্কের দু’অংশের লড়াই অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে, যেদিন হতে তুমি আমার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ করেছ। যেহেতু গত কয়েকদিনে তুমি আমার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছো এবং নিশ্চিত হয়েছো সেহেতু আমাকে তোমার মস্তিষ্কের অন্য অংশ বাধ্য করছে কথাগুলো বলতে। যদিও তুমি চাচ্ছো আমার সাথে সারারাত কথা বলে কাটিয়ে দিতে, কবিতা বলতে, গল্প করতে কিন্তু অন্য অংশ তা হতে দিচ্ছে না। তার ধারণা এমন হলে আমি জিতে যাবো এবং তুমি আমাতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।”

-“তাহলে, এখন আমার কি করা উচিত?”

-“বেছে নেইয়া!! হয় কর্তব্য নাহয় অনুভূতি।”

হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো নিলয়। অনেকক্ষন পর হতভম্ব গলা ভেসে আসলো অপর পাশ হতে "হাসির কারণটা জানতে পারি কি?"

এবার মুচকি হাসি হেসে বলে উঠলো নিলয়.....

-"শব্দের সাথে খেলা আমার অনেক পুরোনো শখ। আমার লেখা মানুষ পছন্দ করে জানো তো?..... কর্তব্য? অনুভূতি?" হা হা করে হেসে উঠলো নিলয়। "তুমি সত্যিইই আমারই অংশ রুপা। এবার তোমার অস্তিত্বের কারণ আমি ধরতে পেরেছি"

- "বেশ!! তাহলে কি সে কারণ?"

-"মায়ের মৃত্যুর পরে সৃষ্টি হওয়া আমার একাকীত্ব!! আমার কারো সাথে কথা বলতে চাওয়া, কারো হাত ধরতে চাওয়া, কাউকে গল্প কবিতা শোনাতে চাওয়ার প্রচন্ড অনুভূতি। মাঝরাতে কারো অস্তিত্বের প্রবল অভাব। কিন্তু ৩বছরে তোমার প্রতি আমার অনুভূতি কল্পনা নয়। সেটা নিশ্চিত। যার জন্য সত্য মেনে নেয়া আমার জন্য প্রচন্ড বেদনার, কষ্টের।"

দু'ফোটা চোখের জল গড়িয়ে পড়লো নিলয়ের। চিনচিনে ব্যাথা হঠাৎ যেনো 'টিং...'করে কানে বেজে উঠলো। চিৎকার করে কাঁদতে মন চাইছে, ব্যাথাগুলো যেনো আজ গোগ্রাসে ফেলবে তাকে। নিস্তব্ধতা ভাঙলো রুপা।

-"নিলয়!! আমি কি তাহলে চলে যাবো?"

"না" বলার ইচ্ছাটা এতটা তীব্র আর কখনো হয়নি!! নিয়ন্ত্রণ করলো নিলয়।

-"রুপা, ৩টা বছর! তুমি ছিলে আমার একমাত্র সঙ্গী। আমাকে ভালোবেসেছো, কথা বলার, একাকীত্বের, আমার কবিতা আর গল্পের একমাত্র ভাগীদার। কিন্তু সত্য এটাই তুমি একটা কল্পনা, স্বপ্ন। ভালো আর সুখ স্বপ্ন। এবং মানুষের জীবনে কল্পনা আর স্বপ্ন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তোমাকে চলে যেতে বলা আমার জন্য কষ্টের। একে আমার দূর্বলতা বা কর্তব্য ভেবো না"

ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস নিয়ে রুপা বললো- "নিলয়"

-"বলো, রুপা"

-"চলে যাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যে সূর্যের আলো ফুঁটে উঠবে। কাল হতে তোমার জীবনেও নতুন সূর্যের দেখা দিবে। কোনো ফোন বা ফোনকল দেখবে না। যদি দেখেও থাকো তবে উপেক্ষা করে নিও।" বিরতি নিয়ে বললো "একবার তোমার সেই পছন্দের কবিতা আবৃত্তি করবে?"

চোখ বন্ধ করলো নিলয়। আস্তে আস্তে আবৃত্তি শুরু করলো-

“To reach the yellow-flowered river

Go by the green-water stream

A thousand twists and turns of mountain

But the way there can’t be many miles

The sound of the water falling over rocks

And deep color among pines

Gently green floating water-plants

Bright the mirrored reeds and rushes

I am a lover of true quietness

Watching the flow clear water

I dream of sitting on the curved rock

Casting a line on the endless dream”

ধীরে ধীরে ভেজা চোখ খুললো নিলয়। চারপাশে আলো ফুঁটে গেছে, পাখির ডাক আসছে বাহির হতে। ডান হাতের তালু কানের উপর এবং নিজেকে হাসপাতালের মেঝেতে জরাজীর্ণ রোগীর কাপড়ে আবিষ্কার করলো। আলতো করে চোখ মুছে সামনে বেডের দিকে তাকালো। বেডে ঝোলানো বোর্ডে লেখা-

“Patient Name- Niloy Ahmed
Patient No- 410
Disease- Schizophrenia”

(ধন্যবাদ)